ফসলি জমি রক্ষায় গুচ্ছ নগরায়নের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published: 2016-05-12 22:59:33.0 BdST Updated: 2016-05-12 22:59:33.0 BdST

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বসতি স্থাপনের গ্রাস থেকে ফসলি জমি রক্ষার পাশাপাশি আধুনিক গ্রামীণ সমাজ গড়তে 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' শিরোনামের একটি নগরায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন স্টেট ইউভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক সেলিম রশিদ প্রস্তাবিত এই গ্রামীণ নগরায়ন পরিকল্পনার মূল ভাষ্য হচ্ছে- কৃষি জমি নষ্ট করে গ্রামের পর গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বাড়িঘর ছেড়ে বড় সড়কের পাশে পরিকল্পিত বসত স্থাপন।

পরিকল্পিত নগরীতে এমন সব আধুনিক সুবিধা রাখা যাতে মানুষের শহরমুখী প্রবণতা কমে। এছাড়া বসতির পাশে শিল্প, কারখানা ও বাণিজ্যালয় রাখা- যাতে কর্মসংস্থানের জন্য খুব দূরে যেতে না হয়।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' ধারণার ওপর গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে।

এতে মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরে আলোচনার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক সেলিম রশিদ।

তিনি বলেন, "জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে ২৪ থেকে ২৮ কোটিতে পৌঁছবে। এসব লোকের বাসস্থানের জন্য বসতি নির্মাণ করতে গেলে ফসলি জমি যে কমে যাবে তা নিয়ে এখনই শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

"এই শঙ্কার সমাধান খুঁজতেই 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে এক স্থানে অন্তত ২০ হাজার লোকের বাসস্থান ও কর্মসংস্থান হয়। সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি-বিদ্যুৎ, পরিবহন, বিনোদনসহ আধুনিক জীবন ধারনের সব সুবিধা থাকবে।"

'সমস্যার সমাধানে এখন গুচ্ছগ্রাম, ইপিজেড ও স্যাটেলাইট টাউন নিয়ে কথা হচ্ছে' মন্তব্য করে অধ্যাপক সেলিম তিনি বলেন, "প্রডাক্টশন, কনজাম্পশন ও ডিস্ট্রিবিউশন এই তিনটি ধারণা একসাথে না মেলালে সুষ্ঠুভাবে কোনো এক জায়গায় বাস করা যায় না।

"এ জন্য আমরা চাচ্ছি যাতে ২০ হাজার লোকে জন্য ছোট শহর করা হয়। যেখানে মূল সড়কের পাশে মানুষ ফ্ল্যাটে বাস করবে। তাদের উৎপাদনের জায়গা থাকবে। যেন উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ থাকে।"

এর আগে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "দুটি প্রয়োজনে এমন উপশহর গড়া প্রয়োজন। একটা হচ্ছে ধানী জমি রক্ষা। আরেকটা হলো প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সুষম উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারযাতকরণ।"

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, বসতি স্থাপনে যে হারে ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে ফসলি জমিই থাকবেনা। বিক্ষিপ্ত বসবাসের কারণে জীবনযাত্রার মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলার মাঠ নেই। ছাত্র ছাত্রীদের বসার জায়গা নেই।

"এই সমস্যার সমাধানে পরিকল্পিত নগরী গড়ার বিকল্প নেই। সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।"

সমন্বিত নগরী বা গুচ্ছ বাসস্থান গঠনে আইন প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ।

বুয়েট শিক্ষক সরওয়ার জাহান বলেন, কোনো এক অঞ্চলে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষকে সমন্বিত নগর

সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। এধরনের নগরায়ন নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করতে হবে।

সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেক উপদেষ্টা আব্দুল মুয়ীদ বলেন, গ্রামে ফসলি জমিতে পৃথক পৃথক বাড়ি নির্মাণ এখনই থামাতে হবে। খাল বা নালার পাশের সড়কগুলোকে প্রশস্ত করে তার পাশে পরিকল্পিত বসতি নির্মাণে মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রত্যেক বিভাগে একটি পরিকল্পিত গ্রাম গড়ে তুলে মানুষকে পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে হবে- এভাবেও বসবাস করা যায় এবং তাতে অনেক সুফল রয়েছে।

বেসরকারি খাতকে এধরনের কাজে যুক্ত করলে সেক্ষেত্রে রেগুলেটরি গঠন করে তাদের তদারকি করা প্রয়োজন বলেও মত দেন এই অবসরপ্রাপ্ত আমলা।

এর পাশাপাশি বিশেষ এই অঞ্চল পরিকল্পনায় সুশাসন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টিও উঠে আসে কয়েকজন আলোচকের কথায়।

বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ইশরাত ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনায় অন্যদের মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক শায়ের গফুর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক খন্দকার ফওজী মুহাম্মদ বিন ফরিদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নুরুল আমিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা আকতারুজ্জামান, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ইকরাম হোসেনসহ অংশ নেন।